মেহেরপুরে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী, বিপিএম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বেন ইয়ামিন মুক্ত, জেলা কমান্ড্যান্ট আলামিন হোসেন, গাংনী র্যাব ক্যাম্পের হাফিজুর রহমান, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক শামসুল আলম সোনা, জেলা কারাগারের সুপার আমান উল্লাহ, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুর রাহীম, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাশিদুল হাসান, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিনা খাতুন, মেহেরপুর পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহিদুর রহমান, ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আলী সাজ্জাদ, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা আরিফ আহমেদ, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এনামুল হক, সরকারি শিশু পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক তৌফিকুল ইসলাম, সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, বুড়িপোতা বিওপির কোম্পানি কমান্ডার তাপস কুমার এবং জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সাইদাতুন নেসা নয়নসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কমিটির সদস্যরা।

গাংনীতে নবাগত প্রাথমিক শিক্ষকদের সংবর্ধনা ও বার্ষিক মিলনমেলা

মেহেরপুরের গাংনীতে নবাগত প্রাথমিক শিক্ষকদের সংবর্ধনা ও বার্ষিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘সবার আগে বাংলাদেশ, প্রাণের টানে একস্রোতে’ এবং ‘প্রাথমিক শিক্ষার আলোয় গড়ব আগামীর বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্যে আজ রবিবার দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি গোলাম ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন সংগঠনের উপজেলা সভাপতি মাহাবুবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা শাখার সভাপতি গোলাম ফারুক।

এতে আরও বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দীন এটম, আলমডাঙ্গা উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন মুকুল, সংগঠনের নির্বাহী সভাপতি মাসুদুজ্জামান, সিনিয়র সহসভাপতি ও প্রধান শিক্ষক রাশিদুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও সহকারী শিক্ষক জসীমউদ্দিন, সহকারী শিক্ষক তানভীর কবির ও সাইফুল্লাহ এবং সহসভাপতি ও প্রধান শিক্ষক ফারুকে আযম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নবাগত প্রাথমিক শিক্ষকদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সভাপতির বক্তব্যে গোলাম ফারুক বলেন, তাঁদের সংগঠন শিক্ষকদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। বর্তমান সরকারকে শিক্ষাবান্ধব উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন, শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নেবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের নিজেদের পেশাগত দক্ষতা ও উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে নবযোগদানকারী সহকারী শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করতে পেরে এবং তাঁদের সম্মানে এমন আয়োজন করায় আয়োজকদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে ৫৫তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন

‘করব সমবায়, গড়ব দেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে ৫৫তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসন ও জেলা সমবায় কার্যালয়ের আয়োজনে আজ রবিবার (৮ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী, বিপিএম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. তরিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন এবং জেলা সমবায় কর্মকর্তা মো. এনামুল হকসহ অন্যরা।

জেলা সমবায় কার্যালয়ের সহকারী প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান তুষারের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুল মুনীর, বিএনপির সাবেক সহসভাপতি হাফিজুর রহমান হাফিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা।

দুই বিভাগের অনুমোদন পেতে যাচ্ছে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) ও ইংরেজি বিভাগের চূড়ান্ত অনুমোদন পেতে যাচ্ছে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল।

পরিদর্শন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো, শিক্ষা পরিবেশ ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। এতে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়টির একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর প্রত্যাশা আরও জোরালো হয়েছে।

শুক্রবার (৬ নভেম্বর) ইউজিসির বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয়ের আটতলাবিশিষ্ট অস্থায়ী একাডেমিক ভবন সরেজমিন পরিদর্শন করেন। দুটি বিভাগের চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে তাঁরা এ পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মো. আসলাম হোসেন। বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. জাকির এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ড. মো. কামরুল ইসলাম। কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ইউজিসির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মো. মহিবুল আহসান। এ ছাড়া ইউজিসির সিনিয়র সহকারী পরিচালক নূর ইসলাম চৌধুরী কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দেন।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ঘুরে দেখেন। এর মধ্যে ছিল শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, ছাত্রীদের কমনরুম, মেডিকেল ইউনিটসহ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা।

এ সময় প্রতিনিধিদল ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি, অবকাঠামোগত সক্ষমতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেন। পরিদর্শন শেষে এসব বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ

করেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, প্রতিনিধিদলের ইতিবাচক মনোভাব নতুন দুটি বিভাগের অনুমোদন প্রক্রিয়ায় আশার সঞ্চার করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী, Faculty of Engineering and Technology-এর অধীনে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) এবং Faculty of Arts-এর অধীনে ইংরেজি বিভাগ চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভাগ দুটির অনুমোদন পাওয়া গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, অস্থায়ী ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অবকাঠামো ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রস্তুত করা হয়েছে। নতুন দুটি বিভাগের অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অগ্রগতির মধ্য দিয়ে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যাশা আরও এগিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে স্থানীয় শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সচেতন মহল দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়টির একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর প্রত্যাশা করছেন। তাঁদের আশা, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে দ্রুত শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হলে মেহেরপুরসহ আশপাশের জেলার শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার নতুন সুযোগ তৈরি হবে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার প্রসারেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়সহ নতুন করে যুক্ত চারটি, বের হয়নি যবিপ্রবি

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (জিএসটি) গুচ্ছভুক্ত দেশের ২০টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আরও চারটি নতুন করে যুক্ত হয়েছে। অপরদিকে, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) এই প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে যাওয়ার গুঞ্জন উঠলেও শেষ পর্যন্ত জিএসটি গুচ্ছে থাকছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো-বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও লক্ষ্মীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

গত বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে ২৪ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এবার ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৯ নভেম্বর ভিসিদের আরেকটি সভায় ভর্তি আবেদনসহ জিএসটি নিয়ে বিস্তারিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানা গেছে।

এবারের জিএসটি গুচ্ছের কো-কনভেনর ও নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী শনিবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে বলেন, এবার আরও চারটি বিশ্ববিদ্যালয় জিএসটি গুচ্ছে যুক্ত হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসি কর্তৃক সাবজেক্ট ও ছাত্র ভর্তির অনুমোদন পেয়ে থাকলে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) এই প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে যাওয়ার গুঞ্জন উঠলেও শেষ পর্যন্ত জিএসটি গুচ্ছে থাকছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

এদিকে বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মো. কুদরাত-ই-খুদা দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসকে জানান, গুচ্ছভুক্তির বিষয়ে ইতোমধ্যে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় সভায় নতুন করে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে বগুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। আগামী ৯ নভেম্বর পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ওই সভায় ইতিবাচক ফল পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি।

ভিসি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়টির নয়টি বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে ইউজিসির বিশেষজ্ঞ দল। বিষয়গুলো হলো—কম্পিউটার সায়েন্স, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ডেটা সায়েন্স, রোবোটিক্স, এগ্রিকালচার, ডিভিএম, ফিনটেক, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি এবং ইংরেজি। প্রতিটি বিষয়ে প্রাথমিকভাবে ৪০টি করে আসন রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

তবে একসঙ্গে নয়টি বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর পরিকল্পনা নেই বিশ্ববিদ্যালয়টির। তিন ধাপে তিনটি, তিনটি ও চারটি অথবা চারটি, তিনটি ও তিনটি বিষয়ে ভর্তি কার্যক্রম চালুর চিন্তা রয়েছে। বর্তমান অবকাঠামোগত সক্ষমতা বিবেচনায় প্রথম ধাপে তিন থেকে চারটি বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো সম্ভব বলে মনে করছেন ভিসি।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি একাডেমিক ভবন নেওয়া হয়েছে। সেখানে কম্পিউটার ল্যাবসহ পাঁচটি শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এ ছাড়া ভিটিটিআইয়ের একটি ভবন পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। ভবনটি পাওয়া গেলে অবকাঠামোগত সক্ষমতা আরও বাড়বে।

ভিসি আরও জানান, গত ১২ তারিখে ইউজিসির দুই সদস্য, কয়েকজন কর্মকর্তা এবং নয়টি বিষয়ের জন্য নয়জন বিশেষজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। বিশেষজ্ঞদের ২০ তারিখের মধ্যে মূল্যায়ন প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা থাকলেও পূজার ছুটি এবং ইউজিসির একজন সদস্যের বিদেশ সফরের কারণে প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হয়েছে। গত সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট সদস্যের সঙ্গে তার আলোচনা হয়েছে। আগামী ৯ নভেম্বর ইউজিসির সভার পর গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসিদের পৃথক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। ওই দিন ইতিবাচক ফল পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মো. তোজাম্মেল হোসেন জানান, বিশ্ববিদ্যালয়টি গুচ্ছভুক্ত ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আবেদনও করা হয়েছে। গতকাল ইউজিসির একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছে। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল প্রতিবেদন জমা দিলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থী ভর্তির চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন তিনি।

ভিসি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির পরিকল্পনা রয়েছে। বিষয় দুটি হলো—কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) ও ইংরেজি। প্রতিটি বিষয়ে ৪০টি করে মোট ৮০টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

অবকাঠামোগত প্রস্তুতির বিষয়ে তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়টির আপাতত কোনো সংকট নেই। ইতোমধ্যে আটতলা একটি ভবন ভাড়া নেওয়া

হয়েছে। সেখানে প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বিষয়ে অনুমোদন পাওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনায় অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষও প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। তার ভাষ্য, বর্তমান পর্যায়ে দুটি বিষয়ে ভর্তির পরিকল্পনা করা হলেও বিশ্ববিদ্যালয়টির আরও বেশি বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির সক্ষমতা রয়েছে।

গতবার গুচ্ছে ছিল যে ২০ বিশ্ববিদ্যালয়

গত শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার আওতায় ছিল ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলো হলো, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়।

সূত্র: The Daily Campus.

মরিচের দামে হতাশ গাংনীর

চাষিরা, উঠছে না শ্রমিক খরচ

কৃষিনির্ভর মেহেরপুরের গাংনীতে অর্থকরী ফসল হিসেবে মরিচের বেশ পরিচিতি রয়েছে। অন্যান্য ফসলের তুলনায় অল্প সময়ে বেশি লাভের আশায় প্রতিবছরই এ অঞ্চলে মরিচ চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে। মরিচ চাষ করে অনেক কৃষক স্বাবলম্বীও হয়েছেন। চলতি মৌসুমে উপজেলায় মরিচের আবাদও বেড়েছে। তবে ফলন ভালো হলেও বাজারে দাম না থাকায় হতাশ হয়ে পড়েছেন চাষিরা।

এক মাস আগেও প্রতি কেজি মরিচ ১০০ টাকায় বিক্রি হলেও বর্তমানে তা নেমে এসেছে ১০ থেকে ১২ টাকায়। গত দুই মাস ধরে ১০ থেকে ১৫ টাকার মধ্যেই ওঠানামা করছে মরিচের দাম। এতে উৎপাদন খরচ তো দূরের কথা, মরিচ তোলার শ্রমিক খরচও উঠছে না বলে জানিয়েছেন কৃষকেরা।

উপজেলার কয়েকজন মরিচচাষির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অন্যান্য ফসলের তুলনায় মরিচ চাষে অল্প সময়ে বেশি লাভের সুযোগ রয়েছে। চারা রোপণের আড়াই থেকে তিন মাসের মধ্যে গাছে মরিচ ধরতে শুরু করে। এরপর দ্রুত ফলন সংগ্রহ করা যায়। অনেক কৃষক মরিচের পাশাপাশি জমিতে সাথি ফসলও আবাদ করেন। তবে এবার বাজারদর এতটা কমে যাবে, তা ভাবতে পারেননি তাঁরা।

কৃষকদের ভাষ্য, প্রতি বিঘা জমিতে মরিচ চাষে খরচ হয় প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং ফলন ভালো হলে অল্প সময়ে অন্য ফসলের তুলনায় বেশি লাভ করা সম্ভব। মরিচ কিনতে বিভিন্ন এলাকা থেকে পাইকারেরা গাংনীতে আসেন। তাঁরা বাজার কিংবা কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি মরিচ কিনে নিজ নিজ জেলার চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করেন।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ১ হাজার ৮৩৫ হেক্টর জমিতে মরিচের আবাদ হয়েছে। গত বছর আবাদ হয়েছিল ১ হাজার ৮২৫ হেক্টর জমিতে। অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে মরিচের আবাদ বেড়েছে ১০ হেক্টর।

মুন্দা গ্রামের মরিচচাষি ছানোয়ার হোসেন বলেন, বাজারে ২৬ কেজি মরিচ এনেছিলেন। এর মধ্যে হাটের ইজারাদার প্রায় দুই কেজি কেটে নিয়েছেন। প্রতি কেজিতে এক টাকা খাজনা এবং বাজারে আনার জন্য আরও এক টাকা খরচ হয়। বর্তমানে কৃষকেরা নিজেরাই গাছ থেকে মরিচ তুলছেন। কারণ, শ্রমিক দিয়ে মরিচ তোলাতে কেজিপ্রতি ১৫ টাকা খরচ হয়। অথচ

বাজারে মরিচ বিক্রি হচ্ছে ১০ থেকে ১২ টাকা কেজি দরে। ফলে শ্রমিকের খরচই উঠছে না।

তিনি আরও বলেন, এখনো গাছে অনেক মরিচ রয়েছে। কিন্তু তোলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। মরিচ তোলার খরচ দিতেই সব শেষ হয়ে যাবে। তাই আর মরিচ তুলতে চান না। গাছ কেটে সেখানে গম চাষ করবেন।

মরিচচাষি ফারুক হোসেন বলেন, তাঁরা প্রতিবছরই মরিচের আবাদ করেন। অল্প সময়ে ভালো লাভ হওয়ায় এ অঞ্চলে মরিচ চাষের আগ্রহ বাড়ছে। তবে গত বছরের তুলনায় এবার সার ও ডিজেলের দাম বেড়েছে। শুরুতে মরিচের ভালো দাম পেয়ে লাভের আশা করেছিলেন।

কিন্তু এখন দাম কমে যাওয়ায় মরিচ তোলা, সার ও সেচের খরচ বাদ দিয়ে কৃষকের হাতে আর কিছুই থাকছে না।

মরিচচাষি আমজাদ হোসেন বলেন, এ অঞ্চলের মাটি মরিচ চাষের উপযোগী। স্থানীয় কৃষকেরা পতিত ও আবাদি দুই ধরনের জমিতেই মরিচ চাষ করেন। লাভের আশায় দিন দিন এ চাষে আগ্রহ বাড়ছে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক সময় লোকসান হয়। এবার দাম এতটাই কম যে, ১০ থেকে ১২ টাকা কেজি দরে মরিচ বিক্রি করে কৃষকের হাতে কিছুই থাকছে না।

তিনি আরও বলেন, গাংনীর মরিচ দেশের বিভিন্ন স্থানে যায়। বিভিন্ন বাজারে ছোট পরিসরে মরিচের হাটও বসে। বাজারে চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে। তবে আপাতত মরিচের দাম বাড়ার কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না তিনি।

গাংনী উপজেলার দেবীপুর মরিচ বাজারের ইজারাদার মো. মিন্টু মিয়া বলেন, বর্তমানে এ হাটে প্রতিদিন গড়ে তিন হাজার কেজি মরিচ আমদানি হচ্ছে। একসময় দৈনিক আমদানি ৮ থেকে ১০ হাজার কেজি থাকলেও গত এক মাস ধরে তা কমেছে। এ হাটে সর্বোচ্চ ১২ হাজার কেজি মরিচ উঠেছিল। দাম কমে যাওয়ায় অনেক কৃষক এখন আর আগের মতো মরিচ তুলছেন না।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ উপজেলায় এবার মরিচের আবাদ বেড়েছে। মরিচ চাষ লাভজনক হওয়ায় অনেক কৃষক এ চাষে ঝুঁকেছেন। কিছুদিন আগেও উৎপাদন কম থাকায় মরিচের দাম বেশি ছিল। তবে মৌসুমের শেষ দিকে দাম অনেক কমে গেছে। এ কারণে অনেক কৃষক মরিচগাছ কেটে অন্য ফসল চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাজী আহসান আলী খান তাঁর বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে বারবার ‘জিয়া সাহেব’ বলে উল্লেখ করেন। এতে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি বলে মন্তব্য করেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এ ধরনের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সহকারী খাদ্য পরিদর্শক গিয়াস উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের আমির খানজাহান আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খানসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

এ ছাড়া উপজেলা বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির সমাবেশ ও র্যালি

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে সমাবেশ ও র্যালি করেছে জেলা বিএনপি।

শনিবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে সেখান থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজারে গিয়ে শেষ হয়।